The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVI, 2020 (pp.35 - 52)
Published in November 2024

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ২০২০ সালে প্রকাশিত বাংলাগ্রন্থের শিরোনাম পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকরণ

ড. মোহাম্মদ নেয়ামত উল্যাহ ভূঁইয়া *

প্রতিপাদ্যসার: [২০২০ হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষের বছর। বঙ্গবন্ধু হলেন বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনের মহানায়ক এবং সমগ্র বাঙালির জাতির পিতা। এই বাংলায় তাঁর জীবনকাল মাত্র ৫৫ বছর। এ যাবত তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে প্রায় তিনহাজার গ্রন্থ এবং অসংখ্য প্রবন্ধ রচিত হওয়ার তথ্য রয়েছে। এসবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ২০২০ সালে। বঙ্গবন্ধু আজ বাংলাদেশে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে পঠিত হচ্ছেন। তিনি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ স্টাডিজ' নামে পঠিত হচ্ছেন। এমন শিরোনাম একজন বাঙালির জন্য বড় গৌরবের বিষয়। উক্ত প্রবন্ধে তাঁকে নিয়ে ২০২০ সালে প্রকাশিত বাংলাগ্রন্থের শিরোনাম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং রচিত গ্রন্থসমূহের বিষয় ভিন্নতাকে বিবেচনায় ধরে একটি সাধারণ শ্রেণিকরণ করার চেষ্টা রয়েছে। এই প্রবন্ধ অধ্যয়নে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম বিষয়ে রচিত বাংলাগ্রন্থসমূহ নিয়ে সর্বস্তরের পাঠক সমাজ একটি বিশেষ পর্যবেক্ষণ বার্তা পাবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।]

ভূমিকা

বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ প্রায় সর্বত্রই 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা-কার্যক্রমের 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ স্টাডিজ' অধ্যয়নের সুযোগ সবারই রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রজন্মের একজন পাঠক হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে সামগ্রিকভাবে জানার আগ্রহ থেকে তাঁকে নিয়ে একটি ব্যক্তিগত পাঠসূচি তৈরি করতে গিয়ে দেখলাম যে, তাঁকে নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রয়েছে। '২০১৪ সাল পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ছিল প্রায় ৯৬১টি' (দেলোয়ার, ২০১৪,৭) এবং ২০২০ সালে তাঁর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে রচিত গ্রন্থের এই সংখ্যা ছিল প্রায় ২৩০০টি (দেলোয়ার, ২০২১,৭)। বর্তমানে তাঁর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন শেষে এই গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় তিনহাজার ছাড়িয়েছে। ২০০৮ থেকে ২০২০ পর্যন্ত সময়ে তাঁকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এই পর্যন্ত বিভিন্নভাবে তাঁকে নিয়ে রচিত অসংখ্য প্রবন্ধসহ নানামাত্রিক লেখনী লক্ষাধিক ছাড়িয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থ উভয়ই ক্রমাগত বাড়ছে। তবে উক্ত প্রবন্ধে আমাদের দৃষ্টি কেবল ২০২০ সালে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের দিকেই ছিল, কারণ এই বছরটিতে তাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপিত হয়েছিলো।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বঙ্গবন্ধুর জন্যই আজ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের গর্বিত বাঙালি। আমাদের এই গর্ববোধ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠে যখন দেখি বাংলার প্রতিটি প্রান্তে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মকে স্মরণে রেখে তাঁকে ও তাঁর স্বপ্নকে কেন্দ্র করে তাঁরই স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে বর্তমান প্রজন্ম কাজ করে যাচ্ছে। এ কারণে আজ আমার কাছেও বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম ও স্বপ্ন মহামানব বাঙালির। এই পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে যত ধরনের গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও নানামাত্রিক

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

লেখনী হয়েছে; বাংলা সাহিত্যের কোনো সাহিত্যিক বা অন্য কোনো বাঙালিকে নিয়েও রচিত হয়নি। ভবিষ্যতে তরুণ প্রজন্মের হাতে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ বঙ্গবন্ধু হলেন আমাদের সকল প্রজন্মের জন্য পথপ্রদর্শক এবং জাতির জনক। উক্ত প্রবন্ধে তাঁকে নিয়ে ২০২০ সালে রচিত বাংলা গ্রন্থের শিরোনাম পর্যবেক্ষণে নেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থগুলো দেশি–বিদেশি লেখকদের হাতে রচিত হয়েছে। তবে বর্তমানের তরুণ প্রজন্মও ২০২০ সালে এতে শক্তভাবে হাল ধরেছেন। ডিজিটাল দুনিয়ার কল্যাণে নানা মাধ্যমে এসব গ্রন্থের প্রকাশ–প্রামাণ্য সত্য রয়েছে।

তবে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনেক লেখকের লেখায় গ্রন্থের শিরোনাম পরিবেশনে পুনরাবৃত্তি হয়েছে। একই নামেও একাধিক গ্রন্থ–শিরোনাম রয়েছে। তারপরও বঙ্গবন্ধুর জীবনও কর্মের মাহাত্ম্য একটুর জন্য খর্ব হয়নি। আমাদের মতে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত সব গ্রন্থের সবচেয়ে মর্যাদাবান শিরোনাম 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' হওয়া উচিত। বঙ্গবন্ধুই আমাদের লালসবুজ পতাকা। বঙ্গবন্ধুই আমাদের বাঙালির চেতনার মননচিত্র। তিনিই আমাদের ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে এক বৈশ্বিক মানুষ হওয়ার মনচিত্র ও মানচিত্র।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ২০২০ সালে রচিত বাংলাগ্রন্থগুলোর শিরোনামকে নানামাত্রায় পর্যবেক্ষণ করে শ্রেণিকরণ করা জরুরি। আমরা মনেকরি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত সকল গ্রন্থের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিকরণ তাঁর জীবন ও কর্মকে জানতে আরও সহজ হবে। কারণ তিনি বাঙালি জাতির পিতা এবং বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের স্থপতি। সুতরাং পরবর্তী প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধু পাঠে অভ্যস্ত ও ধারাবাহিক রাখতে এই ধরনের শ্রেণিকরণের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে জানার আগ্রহের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য নবীন পাঠক ও গবেষকগণের স্বচ্ছ দৃষ্টি অর্জনে এই পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকরণ সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি। তাছাড়া এসব গ্রন্থে পরিবেশিত বিষয়বস্তুর মাধ্যমে বহুকৌণিক দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম, দর্শন ও নানাবিধ অবদানে আগামী প্রজন্মের নিকট বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে প্রয়োজনীয় উপাদান হবে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে পূর্বে এবং বর্তমানে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার সম্পূর্ণ তালিকা–সহায়ক হিসেবে এই ধরনের শ্রেণিকরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পাশাপাশি এসব গ্রন্থ পর্যবেক্ষণ করে বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম চিন্তাদর্শন বর্তমান বাংলাদেশের অগ্রগতিতে কীভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে তা অবলোকন করার উদ্দেশ্যে এই ধরনের গবেষণার যৌক্তিকতা রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর দর্শনকে কেন্দ্র করে বর্তমান বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও বাঙালিয়ানার নানাবিধ অনুষঙ্গ কীভাবে আমাদের জাতীয় জীবনকে প্রভাবিত করছে এবং কীভাবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন, বাংলাদেশ ও বাঙালি বিকশিত হচ্ছে, উক্ত গ্রন্থসমূহের শ্রেণিকরণ ও পর্যবেক্ষণ ফলাফলে তা দেখানোর বিশেষ কৌশল হিসেবে এই ধরনের গবেষণার বিশেষ যৌক্তিকতা রয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ সংগ্রহ করে এদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাপ্ত গ্রন্থকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে এদের বিষয়ভিত্তিক পরিচিতিতে স্থান দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে সংশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি, বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বিষয়ক এসব গ্রন্থ যেহেতু কেবল ২০২০ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ, এই কারণে গ্রন্থ-নাম ও লেখক নামকে গুরুত্ব দিয়ে তালিকা প্রণয়নের চেষ্টা হয়েছে। সবশেষে গ্রন্থগুলোকে গুণগত ও পরিমাণগত দিক বিবেচনায় বিশ্লেষণ করে গবেষণার কাজ সম্পন্ন

হয়েছে। শ্রেণিকরণ ও পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহের বিষয়–বৈচিত্র্য, অনালেকিত অধ্যায় এবং জানা–অজানা দিক তুলে ধরার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও চিন্তার নতুন পরিচয় ফুটে উঠেছে।

বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং মহান স্বাধীনতার রূপকার ছিলেন। তাঁকে নিয়ে ২০২০ সালের পূর্বে রচিত গ্রন্থগুলোতে সর্বস্তরের বিভিন্ন লেখকের লেখায় মোটাদাগে নিম্নোক্ত প্রসঙ্গগুলো উঠে এসেছিলো, যার প্রমাণ আমাদের পর্যবেক্ষণে পাওয়া গিয়েছে। কিছু কিছু গ্রন্থ কেবল বঙ্গবন্ধুর জীবন ও বেড়ে উঠার গল্প নিয়ে রচিত। কিছু গ্রন্থ বিশেষ করে তাঁর শিক্ষাজীবন ও রাজনৈতিক সংযোগসহ বিভিন্ন ঘটনাবলীর চিত্রায়ণ। বেশ কিছু গ্রন্থ পাওয়া গেছে যেগুলোতে ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব এবং বাংলা ভাষার প্রতি বঙ্গবন্ধুর আবেগ মর্যাদাবোধের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। এছাড়াও রয়েছে ১৯৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন প্রসঙ্গ, ১৯৫৮ এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২ এর গণবিরোধী শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬ এর ৬-দফা, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর নির্বাচনসহ নানা বিষয়ের বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ রচিত হতে দেখা গেছে। তুলনামূলক বেশি দেখা যায়, ১৯৭১ এর ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠ ভাষণ, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ও নেতৃত্ব প্রসঙ্গ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ বিনির্মাণ স্বপ্ন, সোনার বাংলার স্বপ্ন নিয়েও নানামাত্রিক গ্রন্থ। বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর আপোসহীন মনোভাব, জনগণের সংকটকালে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা, বঙ্গবন্ধুর নীতি-আদর্শ ও জীবন সংগ্রাম নিয়েও নানামাত্রিক লেখনী পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ের বঙ্গবন্ধুর কারাবরণ প্রসঙ্গ, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা এবং বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের কলঙ্কজনক অধ্যায় নিয়ে নানামাত্রিক গ্রন্থ, বঙ্গবন্ধুহীন শোকাহত বাঙালির আর্তনাদ, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের কথাও বিভিন্ন গ্রন্থে উঠে এসেছে। কোনো কোনো লেখক মনোযোগ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর অবিসংবাদিত নেতা হওয়ার ইতিহাসের দিকে, কেউবা লিখেছেন তাঁর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হয়ে উঠার সংগ্রামী বৃত্তান্ত নিয়ে, কারো চোখে বিশ্বনেতা বঙ্গবন্ধু বা পৃথিবীর ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর মতো অতুলনীয় বিরল নেতা হয়ে উঠা প্রসঙ্গ, কারো কলমে বাঙালির প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধীকার আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব গুণাবলীর দৃষ্টান্ত উঠে এসেছে। সবচেয়ে বেশি লেখা দেখা যায় ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৫ সময়ের ঘটনাবলী নিয়ে। কারণ এই সময় পরিসর বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের চূড়ান্ত বছর। বিশেষ করে এসময় পরিসরে ১৯৭১ এর ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠ ভাষণ, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ও নেতৃত্ব প্রসঙ্গ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ বিনির্মাণ স্বপ্ন, সোনার বাংলার স্বপ্ন, বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর আপোসহীন মনোভাব, জনগণের সংকটকালে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা এবং এসবের জন্য বঙ্গবন্ধুর নীতি-আদর্শ ও জীবন সংগ্রাম প্রবলরূপে লেখকদের আলোড়িত ও আন্দোলিত করেছে। বাঙালির রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্য বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙালির ব্যক্তি সত্তার বিশালতা, বঙ্গবন্ধুর মৌলিক গুণাবলী মেধা, সততা, দূরদৃষ্টি, দেশপ্রেম, দৃঢ়চরিত্র ও মনোভাব, দক্ষিণ এশিয়ায় ও সমগ্র বিশ্বে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের মূল্যায়ন, আন্তর্জাতিক নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম সাফল্য ও মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ের গ্রন্থও ব্যাপক আকারে রচিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও দেশ পরিচালনায় দক্ষতা, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বঙ্গবন্ধু, বাঙালির আস্থা ও বিশ্বাসে বঙ্গবন্ধু, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর পথ চলা, তরুণ প্রজন্মের চোখে বঙ্গবন্ধু, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সংগ্রামসহ নানামাত্রিক লেখনী ২০২০ এর পূর্বপর্যন্ত রচিত গ্রন্থগুলোর সাধারণ পরিক্রমা বলা যায়। কিন্তু ২০২০ সালের গ্রন্থগুলোতে এসব বিষয়সহ নতুন নতুন বিষয়েরও সন্ধান মিলেছে। মুজিব বর্ষের এই বিশেষ বছরটিতে বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুজিব বর্ষে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনমূলক

নানা ধরনের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ বিনির্মাণ স্বপ্ন, সোনার বাংলার স্বপ্ন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে কেন্দ্র করে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে বাংলাদেশকে পৌঁছানো এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার নানামাত্রিক মূল্যায়ন করে কতগুলো গ্রন্থ রচিত দেখা যায়। কেউবা ২০২০ সালে নতুন করে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মকে বহুমাত্রিকতায় বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। কারণ ২০২০ এর বছর আটেক আগে অর্থাৎ ২০১২ সালে বঙ্গবন্ধুর *'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'* প্রকাশিত হয়েছিলো। এই *'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'* মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সংগ্রামের দীর্ঘ পরিক্রমা উঠে এসেছে। যার নির্যাস মূল্যায়নে নানামাত্রিক লেখনী ও নবআঙ্গিকে বঙ্গবন্ধু চর্চায় জোয়ার আসে। এরপর পর্যায়ক্রমে বঙ্গবন্ধুর নিজের লেখা বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও দেশ-বিদেশ থেকে বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র নানামাত্রিক ডকুমেন্ট লেখক, গবেষক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও সর্বস্তরের জনগণের হাতে এলে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখনীর মাত্রায় আরও তীব্র গতি পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গবন্ধুর *'অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *'কারাগারের রোজনামচা'*, *'আমার দেখা নয়াচীন'* এবং দেশ–বিদেশের বিভিন্ন দলিলপত্র হাতে এলে ২০২০ এর পুরো বছর জুড়ে বিভিন্ন বিষয়ে নতুন নতুন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যা আমাদের দৃষ্টিতে এসেছে। মূলত সেসবের পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকরণই এই প্রবন্ধের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে। এই ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপকতা যেমন রয়েছে, তেমনি তাঁকে নিয়ে লেখনীর বৈচিত্র্যও রয়েছে। এবার সেসব কিছু নতুন ও বৈচিত্র্যময় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া যাক। যেমন– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিজের লিখিত *'আমার দেখা নয়াচীন'* এবছরই প্রকাশিত হয়। নাছিমা খান লিখেছেন *'রেনু থেকে বঙ্গমাতা'* যা কিনা বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছার বৃত্তান্ত। হারুন–অর–রশিদের *'বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব: কী ও কেন'*, মোহাম্মদ আলী খানের *'ডাকটিকিট ও মুদ্রায় বঙ্গবন্ধু'*, কামরুল হকের *'বঙ্গবন্ধু ও সংবাদপত্র ছয়দফা থেকে গণঅভ্যুত্থান'*, পিয়াস মজিদের *'মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলা একাডেমি'*, সায়মন জাকারিয়ার *'সাধক কবিদের রচনায় বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনীতি'*, আবুল কাসেম লিখেছেন *'বঙ্গবন্ধু ও চা–শিল্প'*, অনুপম হায়াৎ এর *'বঙ্গবন্ধু ও চলচ্চিত্র'*, মিল্টন বিশ্বাস লিখেছেন *'উপন্যাসে বঙ্গবন্ধু'*, বঙ্গবন্ধুর *'ভাষণসমগ্র'* সম্পাদনা করেছেন এ কে আব্দুল মোমেন, দিব্যদ্যুতি সরকারের *'বঙ্গবন্ধুর কারাজীবন'*, এম আবদুল আলীমের *'বঙ্গবন্ধু ও ভাষা-আন্দোলন'*, নূর–উল–আলম লেলিন এর *'রাজনীতিতে হাতেখড়ি ও কলকাতায় শেখ মুজিব'*, অজয় দাশগুপ্ত লিখেছেন *'বঙ্গবন্ধুর আন্দোলন কৌশল ও হরতাল'*, মুর্শিদা বিন্‌তে রহমান লিখেছেন *'স্বাধীনতার পথে বঙ্গবন্ধু পরিপ্রেক্ষিত ১৯৭০–এর নির্বাচন'*, সমীর কুমার বিশ্বাসের *'বঙ্গবন্ধু ও সমবায়–ভাবনা'* ইত্যাদি গ্রন্থ সম্পূর্ণ নতুন ও নানাদিক থেকে বৈচিত্র্যময়। এবার কেবল ২০২০ সালে রচিত আরও গ্রন্থের দিকে শ্রেণিকরণভিত্তিক মনোযোগ দেওয়া হলো, তবে প্রবন্ধ–পরিসর বিবেচনায় রেখে এই অংশকে সংক্ষিপ্তকরণের মাধ্যমে সাজানো হয়েছে। আলোচ্য শ্রেণিকরণ ও পর্যবেক্ষণে উঠে আসা ২০২০ রচিত গ্রন্থসমূহের নমুনামাত্র। এখানে যাঁদের গ্রন্থ আমাদের পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকরণে প্রবন্ধ–পরিসর সংক্ষিপ্তিজনিত কারণে উঠে আসেনি তাঁদের গ্রন্থ নিয়ে ভবিষ্যৎ গবেষক, পাঠক ও বঙ্গবন্ধু অনুরাগীগণ ভাববেন, লিখবেন এবং আরও ব্যাপকভাবে বঙ্গবন্ধুকে তুলে ধরবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা। কারণ বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর চেতনাই হলো বাঙালির প্রদীপ্ত সূর্যের চিরায়ত আলো। এই আলোয় সেজে উঠছে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ, আমাদের সোনার বাংলা এবং আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশ।

১

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ২০২০ সালে প্রকাশিত কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, ছড়া, গান ও জীবনীগ্রন্থ: বাংলা সাহিত্য হাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়েই বেগবান সাহিত্য। আর এই প্রজন্মের সাহিত্যিকদের নিকট বঙ্গবন্ধু হলেন মণি–মুক্তায় খচিত এক মর্যাদাবান বাঙালি সন্তান। তাঁরা তাঁকেও বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের যাত্রাপথের

মতোই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে স্বীকৃতি দিয়েই তাঁকে নিয়ে লেখনী ধারা অব্যাহত রেখেছেন। আমাদের পর্যবেক্ষণে দেখেছি, সর্বস্তরের মানুষ বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভালোবাসায় অনন্য, তবে বঙ্গবন্ধুকে সবচেয়ে বেশি মর্যাদায় অভিষিক্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন এদেশের কবি, সাহিত্যিক, লেখক ও বুদ্ধিজীবী মহল। এজন্য তাঁরা বঙ্গবন্ধুকে তাঁদের লেখনীর প্রধান বিষয় হিসেবে নিয়েছেন। এর বহিঃপ্রকাশ ২০২০ সালে রচিত সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যেমন রয়েছে, তেমনি নানামাত্রিক লেখনী ধারায়ও তা অব্যাহত রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসায় তাঁর জন্মশতবর্ষের প্রারম্ভিক বছর ২০২০ সালে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাব সংকটের মধ্যেও সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এমন কয়েকটি গ্রন্থের শিরোনাম ভিত্তিক শ্রেণিকরণে সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণসহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

কবিতা, ছড়া ও অন্যান্য গ্রন্থ

বঙ্গবন্ধু শতফুলের কোরাস। আনোয়ার কবির
ছন্দে ছড়ায় বঙ্গবন্ধু। আবু রায়হান (সম্পাদিত)
বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীমূলক কাব্যগ্রন্থ। আসাদুজ্জামান
ছন্দ ছড়ায় বঙ্গবন্ধু। ইমতিয়াজ সুলতানা ইমরান
শত ছড়ায় বঙ্গবন্ধু। তৌহিদুল ইসলাম কনক
ছবি ও ছন্দে বঙ্গবন্ধু। নাজির হোসেন
ছন্দে ছড়ায় স্বাধীনতা ও শেখ মুজিব। নিতাই চন্দ্র রায়
মুজিব সমগ্র। নির্মলেন্দু গুণ
বঙ্গবন্ধু ও মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের কালজয়ী কবিতা। ফারুক আহম্মেদ জীবন
বঙ্গবন্ধু গীতিকাব্য। মনোরঞ্জন বালা
বঙ্গবন্ধু ও বিচিত্র কবিতা। মজেজাতুন নুর
কবিতায় বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ। মুহম্মদ আলী মানিক
বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার মহাকাব্য। মুহাম্মদ সোহের চৌধুরী
মহাকাব্য মুজিবনামা (১ম খণ্ড)। মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ
বঙ্গবন্ধু : শতবর্ষে শত কবিতা। মোনায়েম সরকার, আসাদ মান্নান
সনেটের পাতায় বঙ্গবন্ধু। মো. মাসুম বিল্লাহ
বঙ্গবন্ধুর জীবনকাব্য। রবীন্দ্র গোপ
বঙ্গবন্ধু আমার দেশ। রাজ্জাক দুলাল
বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষের কবিতা। রেজন খান
শেখ মুজিবের ছড়া। লুৎফর রহমান রিটন
ছড়ায় শেখ মুজিব। সরকার জসীম
বঙ্গবন্ধু : ১০০ কবির ১০০ কবিতা। সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল
শেখ মুজিব প্রবচন। সৈয়দ জাহিদ হাসান (সম্পাদিত)
বঙ্গবন্ধু একাত্তরের পদাবলী। সোহরাব পাশা। ইত্যাদি

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কেবল ২০২০ সালে রচিত ও প্রকাশিত উল্লিখিত ‘কবিতা, ছড়া ও অন্যান্য বিষয়ক গ্রন্থগুলো’কে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এখানে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম কবিতার বিভিন্ন প্রকরণে ফুটিয়ে তুলেছেন। কেউ লিখেছেন সনেট, কেউ লিখেছেন শোকের কবিতা, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনকে কেন্দ্র করে কবিতা, বঙ্গবন্ধুকে

হত্যাকারী শত্রুদের প্রতি ঘৃণা ব্যক্ত করে ছড়া ও কবিতা, ইত্যাদি। এসব কবিতা ও ছড়ায় কবিগণ কখনো বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সময় উচ্চারিত প্রতিবাদী বাক্য ব্যবহার, বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, বাক্য ও ভাষণের উক্তি ইত্যাদি সরাসরি ব্যবহার করে বঙ্গবন্ধুকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কবিতার প্রতিষ্ঠিত কাঠামো ব্যবহার করে পুরনো কবিগণের পাশাপাশি অনেক নবীন কবিরও সাক্ষাৎ মিলেছে। কেউ হয়তো জাত কবি বা ছড়াকার নন, তবুও বঙ্গবন্ধু চেতনায় ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত ইতিহাস জেনে তাঁর প্রবল দেশপ্রেম তাঁদের কবিতায় ও ছড়ায় তুলে এনেছেন নিজেদের দেশপ্রেমের বৃত্তান্ত। তাঁরা এই মুজিব বর্ষে বঙ্গবন্ধুকে সম্মান জানাতে করোনাকালীন এই বিপর্যয়েও মহামানব বঙ্গবন্ধুকে ভুলেননি। বেশির ভাগ কবি ও ছড়াকারের ছড়ায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের বজ্রকণ্ঠ ঘোষণার তীব্র আওয়াজ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বারবার ধ্বনিত হয়েছে। আরও ধ্বনিত হয়েছে দেশের কথা, ভাষার কথা, শাসকের কথা, শোষকের কথা। কখনো জয় বাংলা ধ্বনিত কথায়, কখনো জয় বঙ্গবন্ধু কথায়, কখনো বাংলাদেশ চিরজীবী হওয়ার কথায় তাঁদের কবিতা ও ছড়ায় বঙ্গবন্ধুর অনন্যতা ঘোষিত হয়েছে। নতুন যুগের পাঠক, গবেষক কেবল এই একটি বছরে রচিত বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত কবিতা ও ছড়া নিয়ে ভাবলে আমরা মনেকরি বঙ্গবন্ধুর দর্শনের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন এখানে আরও গভীরভাবে বুঝে উঠতে পারবেন। বঙ্গবন্ধুকে সম্মানিত করে তাঁদের লিখিত এক–একটি কবিতার লাইনে ও ছড়ায় যেভাবে বঙ্গবন্ধু সম্মানিত হয়েছেন, এককথায় তা অনন্য শিল্পগুণ সমৃদ্ধির জানান দেয়।

গল্পে বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য

বঙ্গবন্ধুর গল্প। আনোয়ারা সৈয়দ হক
সাহিত্যে বঙ্গবন্ধু। ইমন সালাউদ্দিন
মুজিবের গল্প শোন-১। শামস সাঈদ
মুজিবের গল্প শোন-২। শামস সাঈদ
বঙ্গবন্ধু, একুশ ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প। শাহনেওয়াজ চৌধুরী
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও যুদ্ধদিনের গল্প। সাইফুল্লাহ নবীন
নির্বাচিত গল্পে বঙ্গবন্ধু। সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত)
মুক্তিযুদ্ধের গল্প : জনকের সঙ্গে ইহজনম। হুমায়ূন মালিক
পূর্ববঙ্গ থেকে বাংলাদেশ : বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শেখ মুজিবুর রহমান।সেলিনা হোসেন
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রথম অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস লাহোর টু গোপালগঞ্জ।আহমেদ রিয়াজ;

ইত্যাদি শিরোনামে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত গল্পেও বিস্তারিতভাবে উঠে এসেছে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের নানা সংগ্রামী দিক। কখনো ছোটগল্পের শিল্পকুশলতায় মহানায়ককে নতুন প্রজন্মের সংগ্রামী নায়ক, মহানায়কের অতীত জীবন–স্মৃতিচারণ, কখনো যুদ্ধের গল্পের ক্যানভাসে, কখনো স্বাধীনতার কথায়, কখনো টুঙ্গিপাড়ার খোকা, কখনো বঙ্গবন্ধু, কখনো বাঙালি জাতির পিতা, কখনো আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্বনেতার গুণাবলীতে বঙ্গবন্ধুকে তাঁদের গল্পের তুলে এনেছেন ইতিহাসের পটভূমিকায়। গল্পকারগণ বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে তুলে এনে মুজিবীয় চেতনার এক আদর্শ দলিল নির্মাণ করে গেছেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এই একটি বছরে রচিত গল্পগুলো পূর্বের বছরগুলোতে রচিত গল্পের তুলনায় ভিন্নতা এখানে যে, পূর্বের গল্পকারগণ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী দেশে সামরিক শাসন ও বিভিন্ন অপশাসনের কারণে যা সরাসরি বলতে পারেননি, এই একটি বছরে অনেক স্পষ্ট সুর ও স্বরে তা ব্যক্ত করেতে পেরেছেন। তার প্রধান

কারণ বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত সাহসী ভূমিকায় দীপ্তকণ্ঠে এদেশের কবি সাহিত্যিক লেখক বুদ্ধিজীবীসহ সব শ্রেণির মানুষকে মুক্তভাবে মত প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন। সচেতন ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ গল্পকারগণ এই পর্বে তাই তাঁদের লেখনীতে সাহসী ভূমিকায় নিজের প্রাণের থেকে উৎসারিত সত্য বচনে অত্যন্ত যত্নে মনের সব মাধুরী মিশিয়ে বাঙালির ইতিহাসের মহানায়কে তাদের প্রিয় মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ধরনের ঘটনায়, প্রেক্ষাপটে, গল্পের আখ্যানে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গল্প লিখে তাঁর জীবন ও কর্মকে যেমন সমৃদ্ধ করেছেন, বাংলা সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্যে বঙ্গবন্ধুকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এসব গল্প বাংলাদেশের বিভিন্ন বঙ্গবন্ধু কর্নার ও পাঠ্যবইয়ের সিলেবাসে স্থান করে দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। কারণ এই সব গল্পে বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম, সততা, আদর্শ, রাজনীতি, মানবিক নীতি, তার মনন ও সামগ্রিক জীবন একটি গাল্পিক প্রেক্ষাপটে উঠে এসেছে, যার মূলস্রোত স্বাধীন বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার দিকেই স্পষ্টত প্রবাহমান, যা ভবিষ্যত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ নির্মাণের প্রধান দর্শনকেই ধারণ করে। তীব্রভাবে বঙ্গবন্ধুকে জানার বুঝে উঠার জন্য এসব গল্প পরবর্তী যুগে তরুণ প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনে জাগ্রত থাকবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ২০২০ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ

বঙ্গবন্ধুর আন্দোলন কৌশল ও হরতাল। অজয় দাশগুপ্ত
বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অলকা ঘোষ
খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু। আতিকুর রহমান (সম্পাদিত)
আয় বাঙালি আয় মুজিবের নৌকায়। ড. আনিসুজ্জামান, আসলাম সানী
দ্যোতনায়–দ্রোহে শিল্প– সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ। আনিসুর রহমান
বাঙালির অবিসংবাদিত মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আনোয়ার খান
বাঙালির নয়ন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আফজালুর রহমান
বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ–৩ শেখ হাসিনা। আবদুল গাফফার চৌধুরী
বঙ্গবন্ধু শতবর্ষে শত প্রবন্ধ। আবদুল গাফফার চৌধুরী, মোনায়েম সরকার (সম্পাদিত)
বঙ্গবন্ধু ও চা শিল্প। আবুল কাসেম
বঙ্গবন্ধুর জীবন : কালপঞ্জি। আয়েশা হক
আমি বঙ্গবন্ধুর রাসেল। আলী আসকর
অন্য আলোয় বঙ্গবন্ধু। আলী হাবিব (সম্পাদিত)
আমার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আহমেদ ফিরোজ
মহাকালের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আহমেদ ফিরোজ
বঙ্গবন্ধু ও ফজিলাতুননেছা। আহসানুল কবীর
বাঙালির বঙ্গবন্ধু : বিশ্ববন্ধু শেখ মুজিব। প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী
বঙ্গবন্ধুর বাড়ি। ইমরুল ইউসুফ
বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'। এ. এস. এম. বোরহান উদ্দিন
বাঙালির নয়নমনি শেখ মুজিবুর রহমান। এম. এ. মান্নান
বাঙালির মুক্তির ইতিহাস : বঙ্গবন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধুকন্যা। অধ্যাপক ড. কামরুল হাসান খান
আমাদের জাতির পিতা। খায়রুল আলম মনির
বাঙালির হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু। খায়রুল আলম মনির

বাংলার মুজিব বাঙালির মুজিব। খালেক বিন জয়েনউদ্দিন, রহমান মতিন (সম্পাদিত)
রক্তধারায় বঙ্গবন্ধু। জয়িতা শিল্পী
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিচিত্র রচনা সম্ভার। জি. এম. তারিকুল ইসলাম
স্মৃতিতে ভাস্বর বঙ্গবন্ধু। জি. এম. তারিকুল ইসলাম
অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও জাতি গঠনে বঙ্গবন্ধু। জি. এম. তারিকুল ইসলাম
তারুণ্যের চোখে বঙ্গবন্ধু। জুবায়ের আহমেদ
রাজনীতির মহাকবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তপন দেবনাথ
বঙ্গবন্ধু কী চেয়েছিলেন কী অপপ্রচার হয়েছে। নওশের আলী হিরা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির প্রাণ। ড. পারভীন সুলতানা
বাঙালির বিস্ময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ড. পারভীন সুলতানা
মুজিববর্ষ। প্রণব কুমার চৌধুরী
পিতা তুমিই বাংলাদেশ। বাপ্পু সিদ্দিকী
বাঙালির অপর নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ড. মাহবুবুর রহমান
স্মৃতির মণিকোঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মিজানুর রহমান
শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ। মিনার মনসুর ও দিলওয়ার চৌধুরী (সম্পাদিত)
উপন্যাসে বঙ্গবন্ধু। মিল্টন বিশ্বাস
বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনা ও সাম্প্রতিক বাংলাদেশ। অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান
তোমার নাম নিষিদ্ধ ছিল। মীর আবদুর রাজ্জাক
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : শততম জন্ম স্মারকগ্রন্থ। মীর মোশারফ হোসেন
বঙ্গবন্ধু সমগ্র। মুনতাসীর মামুন
বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ। মুহম্মদ নুরুল আবসার (সম্পাদিত)
ইসলাম প্রসারে বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা। মুহম্মদ মাহবুবুর রহমান
বহুমাত্রিক শেখ মুজিব। মো. আবদুর রউফ, ড. রকিবুল হাসান (সম্পাদিত)
বঙ্গবন্ধুর কর্মদর্শন। মো. আরিফ উদ্দিন খান
বঙ্গবন্ধুর–জন্মশতবর্ষ ইতিহাসের পুনর্পাঠ। মোনায়েম সরকার
মুজিব মানেই বাংলাদেশ। মো. রুহুল কবির বাবুল
বাঙালির অমৃত অনুভব। রওশন জাহিদ
বঙ্গবন্ধু ও শেখ রাসেল। রঞ্জনা বিশ্বাস
দাবায়ে রাখতে পারবা না। রামচন্দ্র দাস
শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। লায়লা নাজনীন হারুন
জন্মশতবর্ষের উৎসারিত আলোয় শেখ মুজিব। লুৎফর চৌধুরী
বঙ্গবন্ধু অযুত প্রাণের নাম। শঙ্কা পঞ্চমী
শতাব্দীর মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অজানা অধ্যায়।শহিদুল ইসলাম মিন্টু (সম্পা.)
বঙ্গবন্ধু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শান্তা পত্রনবীশ
বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ। শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত)
শেখ মুজিব বুকের রক্তে লেখা নাম। শাহনেওয়াজ চৌধুরী
অসমাপ্ত আত্মজীবনীর শেখ মুজিব। শাহনেওয়াজ চৌধুরী

টুঙ্গিপাড়ায় মুজিবের বুকের কাছে। শাহনেওয়াজ চৌধুরী
বঙ্গবন্ধু তোমার জন্য। শাহনেওয়াজ চৌধুরী
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শাহাদাত হোসেন নিপুণ
ক্রীড়াঙ্গনে বঙ্গবন্ধু। শেখ মনিরুল ইসলাম আলমগীর
বঙ্গবন্ধু অভিধান। শেখ সাদী
বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। সজীব কুমার বণিক
বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ। সনৎকুমার সাহা
বঙ্গবন্ধু হৃদয়ের গহীনে। সিরাজুল ইসলাম মুনির
বত্রিশ অথবা বাঙালির ঠিকানা। সুজাত মনসুর
বাংলাদেশের প্রাণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেলিনা হোসেন, আসলাম সানী
বঙ্গবন্ধু ও স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ। সৈয়দ শামসুল হক
জাতির পিতার জন্মদিন আজ। সোহেল আমিন বাবু
বাঙালির অন্ত মহান মুজিবুর। হাবীবুল্লাহ সিরাজী, আসলাম সানী (সম্পাদিত)
৭ই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব ঐতিহ্য সম্পদ। হারুন–অর–রশীদ।

উক্ত পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকরণকৃত প্রবন্ধে পাওয়া সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ হলো প্রবন্ধগ্রন্থ এবং তাঁকে নিয়ে রচিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নানা বিষয়ক প্রবন্ধ। বিভিন্ন সংবাদপত্র পুরো মুজিব বর্ষেই তাদের নিয়মিত প্রকাশিত পত্রিকায় ও বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা অব্যাহত রেখেছিলেন। বাংলাদেশের প্রায় সব ধরনের পত্রিকায় বঙ্গবন্ধু ও মুজিব বর্ষের লোগো সমৃদ্ধ ছবি সারা বছর পত্রিকার অত্যন্ত মর্যাদাবান স্থানে ছাপিয়ে বঙ্গবন্ধুকে যেমন সম্মানিত করেছেন, তেমনি সম্মানিত করেছেন ভেতরের পৃষ্ঠাগুলোতে তাঁকে নিয়ে নানান প্রবন্ধ, কবিতা, ছড়া, সম্পাদকীয় কলাম, বিশেষ ক্রোড়পত্রসহ ইত্যাদি প্রকাশনা। আমাদের এই পর্যবেক্ষণের পরিসর অত্যন্ত সীমিত তাই সব ধরনের পত্রিকা ও নানা ইলেকট্রনিক মিড়িয়ায় প্রকাশিত সব ধরনের প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ বা প্রবন্ধসমূহকে স্থান দেয়া সম্ভব নয় বলে আমরা কেবল এই কথা বলতে চাই, আগামী যুগের স্মার্ট বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু গবেষকগণ এর মাধ্যমে নিবিড়ভাবে গবেষণা করলে কয়েকশত নতুন অভিসন্দর্ভ হয়ে যাবে। আশাকরি, আগামী দিনের গবেষকগণ শুধু ২০২০ সাল নিয়ে এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধ নিয়ে ভাববেন এবং লিখবেন, তাহলে দেখতে পাবেন, হাজারো গুণের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কীভাবে একটি দেশের জাতির পিতা হয়ে উঠলেন। কীভাবে তিনি শত বাধা পেরিয়ে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ আপনাদের উপহার দিলেন। আসলে প্রবন্ধের বঙ্গবন্ধু মানেই প্রাবন্ধিকদের কাছে একটি লাল সবুজের রক্তে পাওয়া বাংলাদেশ, কীভাবে বঙ্গবন্ধুর রক্তে রঞ্জিত হলো তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা। প্রবন্ধের বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক নেতা বঙ্গবন্ধু, ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু, খোকা থেকে মহামানব বঙ্গবন্ধু, বাংলা ভাষার বঙ্গবন্ধু, রাজনীতির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু, বাঙালির ইতিহাসের বঙ্গবন্ধু। আমাদের প্রাবন্ধিকগণের কলমে বঙ্গবন্ধু জীবন–কর্ম ও দর্শনের এমন কোনো বিষয় নেই, যা প্রাবন্ধিকগণ তাঁদের কলমে তুলে আনেননি। বঙ্গবন্ধুর মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়া এক একটি বাক্যই এক–একটি প্রবন্ধ হয়েছে, এক–একটি গ্রন্থের নাম হয়েছে। আমাদের শ্রেণিকরণ ও পর্যবেক্ষণের জন্য উল্লিখিত প্রবন্ধগ্রন্থগুলোর নাম দেখলে যেকোনো সচেতন পাঠক বিষয়টি বুঝে নিতে পারেন। বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশের বাইরে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় মুজিব বর্ষে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রকাশনা করেছেন, এদের প্রত্যেকটিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতি চিরায়ত সম্মান প্রদর্শন করে যেসব প্রবন্ধ রচিত হয়েছে, সেগুলোতেও বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মকে স্পষ্টভাবে মূল্যায়িত হয়েছে। বাংলাদেশ স্টাডিজ বিভাগ, বঙ্গবন্ধু অধ্যয়ন ও বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র, বিভিন্ন

প্রতিষ্ঠানের গবেষক ও আগ্রহীগণ এই বিষয়ে একটু নজর দিলে দেখবেন এবং সংগ্রাহক নিয়োগ করে এসব প্রকাশনা ও প্রকাশক প্রাবন্ধিকগণের তালিকা সংগ্রহ করলে আরো দেখতে পাবেন, এই একটি বছর কেবল প্রবন্ধের চিন্তাশীল ও মননশীল এবং যুক্তিবাদী কাঠামোয় বঙ্গবন্ধু কীভাবে তাদের ভাবজগতে মূল্যায়িত হয়েছেন। ২০২০ এর পূর্বের প্রাবন্ধিকগণের সঙ্গে মূল্যায়নের তুলনায় দেখতে পাবেন, কত স্পষ্টতায়, কতো স্বচ্ছ লেখায় একালের প্রাবন্ধিকদের কলম বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গতিশীল হয়েছে। তরুণ প্রজন্মের প্রাবন্ধিকগণ মূলত স্বচ্ছ স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধুকে নির্মাণ করছেন যুগের মহানায়কের ভূমিকায়। জাতির পিতার শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় বঙ্গবন্ধুর চিন্তাকে যেভাবে প্রবন্ধের মাধ্যমে সারা বাংলায় এবং সমগ্র বিশ্বে তুলে ধরেছেন, এক কথায় তা পরম শ্রদ্ধার ও গৌরবের।

সংগীতগ্রন্থ–২০২০

বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত সঙ্গীতমালা। খালেক বিন জয়েন উদ্দিন
গানের কবিতায় বঙ্গবন্ধু। তপন বাগচী
গানের মাঝে শেখ মুজিব। ড. মো. জসীম উদ্দিন শেখ

বঙ্গবন্ধুর জীবনীগ্রন্থ– ২০২০

বাংলার স্থপতি (৬ষ্ঠ খণ্ড)। অ্যারভিন দীলিপ বাগচী
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অজানা কথা। আহমদ মতিউর রহমান
ফাদার অব দ্য নেশন। এমরান চৌধুরী
চট্টগ্রামের বঙ্গবন্ধু। কালাম চৌধুরী
চিরঞ্জীব শেখ মুজিব। খায়রুল আলম মনির
আমাদের জাতির পিতা। খায়রুল আলম মনির
বাঙালির হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু। খায়রুল আলম মনির
বঙ্গবন্ধু এবং শেখ পরিবারের ইতিহাস। খালেক বিন জয়েনউদ্দিন
বঙ্গবন্ধুর কলকাতা জীবন। তাসনীম আলম
মুজিব সূর্য। ডা. প্রণব কুমার
বঙ্গবন্ধু পিতা মুজিব। বশিরুজ্জামান বশির
ইতিহাসের কিংবদন্তি বঙ্গবন্ধু। বিপ্লব মোহন চৌধুরী
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। ভীম চন্দ্র সানা
৩২ নম্বর পাশের বাড়ি ২৫ মার্চ ১৫ আগস্ট। মহি উদ্দিন আহমদ
গুরু–শিষ্য–ভাসানী বঙ্গবন্ধু। মাসুদ রানা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছাত্রজীবন ও তাঁর রাজনীতি। মাসুদ রানা
বঙ্গবন্ধুর জীবন জেল থেকে জেলে ১৯৫০-১৯৫৫। মুনতাসীর মামুন
বঙ্গবন্ধুর জীবন দল ক্ষমতা ও সংকট। মুনতাসীর মামুন
বঙ্গবন্ধুর সংসার জীবন। মোতাহার হোসেন মাহবুব
মিয়া ভাই। মো. মুজিবুর রহমান
খোকার জীবনে রেনু। মো. শাখাওয়াত হোসেন

এক নজরে বঙ্গবন্ধু। ড. মোহাম্মদ আমীন
বঙ্গবন্ধুর জীবনকথা। সুব্রত বড়ুয়া
বঙ্গবন্ধু। সুমন্ত গুপ্ত
বঙ্গবন্ধুর বীরগাথা। সৈয়দ শামসুল হক
আমাদের বঙ্গবন্ধু আমাদের জাতির পিতা। হুমায়ুন কবির ঢালী

উল্লিখিত গ্রন্থগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, এগুলোতে বঙ্গবন্ধুর জন্ম ও বংশ পরিচয়, শৈশব ও কৈশোর জীবনের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণের সঙ্গে নানা ধরনের অর্জনের কথা উঠে এসেছে। বঙ্গবন্ধুর মানস গঠনে সে সময়ের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট গ্রন্থগুলোতে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার পাশাপাশি সে সময়ে বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগ পরিস্থিতি, পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক চিত্র, ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট গঠন, আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সংযোগ ঘটনা প্রবাহ উঠে এসেছে। এসবের নানামাত্রিকতায় তাঁর জীবনীগ্রন্থগুলো ২০২০ সালেও রচিত হতে দেখা গেছে। ২০১২ সালে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র দিকে তাকালেও দেখা যায় এই ধরনের বিষয়গুলো বঙ্গবন্ধু নিজেই তাঁর কলমে জানিয়ে গেছেন। তাঁর সেই আত্মজীবনীর সূত্রে আমরা যেসব বিষয় জেনেছি যেমন, তাঁর কারাজীবন, পিতা-মাতা, সন্তান ও সহধর্মিণীর বৃত্তান্ত। সামগ্রিক দিক বিবেচনায় দেখা যায়, ২০২০ সালে রচিত গ্রন্থগুলোতে সেসব বিষয়ের সঙ্গে নানান নতনত্ব রয়েছে। যেমন– কিছু গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের অজানা কথা যা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে নেই, কিন্তু কর্মের গুণে তিনি স্বাক্ষর রেখে গেছেন, যা এতদিন অগোচরে ছিল। ২০২০ সালের গ্রন্থগ্রলোতে তাঁর জীবন ও কর্মের মূল্যায়নে তাঁকে জীবনীকারগণ 'ফাদার অব দ্য নেশন', 'চিরঞ্জীব শেখ মুজিব', 'মুজিব সূর্য', 'ইতিহাসের কিংবদন্তি বঙ্গবন্ধু', 'মিয়া ভাই' প্রভৃতি পুরনো গ্রন্থের নাম ও বিশেষণে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের মূল্যায়ন করে গিয়েছেন। জীবনীগ্রন্থগুলোতে বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন কেন্দ্রিক নানা উক্তি উঠে এসেছে যা তার বিভিন্ন ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশের কোনো পরিষ্কার দর্শনকে স্পষ্ট করেছে। যেমন– কেউ কেউ অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'যতকাল রবে পদ্মা, মেঘনা/ গৌরী, যমুনা বহমান/ ততকাল রবে কীর্তি তোমার / শেখ মুজিবুর রহমান।' অথবা, কেউ তুলে এনেছেন বঙ্গবন্ধুর সরাসরি উক্তি, 'বিশ্ব আজ দুইভাগে বিভক্ত- শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।' তাঁর জীবনের বিখ্যাত উক্তির মধ্যে 'আমার সবচেয়ে বড় শক্তি আমার দেশের মানুষকে ভালোবাসি, সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো আমি তাদের খুব বেশী ভালোবাসি' ইত্যাদি বিষয় ও বক্তব্য তাঁর জীবনীগ্রন্থে ব্যাপকভাবে নবমূল্যায়নে ব্যবহৃত হয়েছে।

শিশু সাহিত্যে বঙ্গবন্ধু –২০২০

ছোটদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আলী ইমাম
ছোটদের বঙ্গবন্ধু। আসলাম সানী
বঙ্গবন্ধুর বাড়ির উঠোন। ইমরুল ইউসুফ
বঙ্গবন্ধু ও শেখ রাসেল। খালেক বিন জয়েনউদ্দিন
তারুণ্যের চোখে বঙ্গবন্ধু। জুবায়ের আহমেদ
অনু ও ছয় দফা খাতা। ধ্রুব এষ
আমাদের জাতির জনক। পাশা মোস্তফা কামাল
তোমার নেতা আমার নেতা। ফরিদুর রেজা সাগর (সম্পাদিত)
বঙ্গবন্ধুর কিশোর জীবনী। মিলন নাথ

ছোটদের বঙ্গবন্ধু : জীবন ও কর্ম। মেরিনা সাঈদ
অগ্নিঝরা ৭ মার্চ এবং এক কিশোরের একাত্তর। মো. ফজলুল হক
দ্যা অ্যাডভেঞ্চার অব খোকা দ্যা গ্রেট। সায়েক আহমেদ
খোকা মানেই বাংলাদেশ। সারওয়ার-উল ইসলাম
বঙ্গবন্ধু ও একটি বাঘের গল্প। সৈয়দা নাজমুন নাহার

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শিশুদের জন্য রচিত উল্লিখিত গ্রন্থগুলোর বিশেষত্ব রয়েছে। মূলত গ্রন্থগুলো শিশুদেরকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণে শিক্ষা, সংস্কৃতি, অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে দেশ ও মানুষকে ভালোবাসার মানসিকতা বিকাশে এবং নিজেদের সুনাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠার প্রেরণামূলক গ্রন্থ। বঙ্গবন্ধু তাঁর সমগ্র জীবনে মানুষকে ভালোবেসেছেন এবং এই ভালোবাসায় বাঙালির হৃদয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন মানবীয় প্রেম, অহিংসা ও উদারতা। ভালোবাসা দিয়ে তিনি বাঙালি সমাজে যে অনন্য আদর্শ তৈরি করে গেছেন তা আজও অমর হয়ে রয়েছে। আমাদের পর্যবেক্ষণে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শিশুদের রচিত গ্রন্থগুলোতে বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলা, বাবা-মায়ের প্রসঙ্গ, সে সময়ের সামাজিক জীবন, প্রাকৃতিক পরিবেশ, স্কুলজীবন, কৈশোরের মানবিক ও মহৎ কাজসহ ছেলেবেলার নানা আদর্শিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। বেশিরভাগ গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর মহামানবিক দর্শনকে তুলে ধরা হয়েছে। কয়েকটি গ্রন্থে ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে আলোচনা রয়েছে। কিছু গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু ও রাসেলের প্রসঙ্গ রয়েছে। গ্রন্থগুলোর মধ্যে আলী ইমাম রচিত 'ছোটদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান', মিলন নাথ রচিত 'বঙ্গবন্ধুর কিশোর জীবনী' এবং মো. ফজলুল হকের 'অগ্নিঝরা ৭ মার্চ এবং এক কিশোরের একাত্তর' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২

বঙ্গবন্ধু, ভাষান্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ নিয়ে ২০২০ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ: ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত গ্রন্থাকারে পরিবেশিত বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানার পরিধি একেবারে কম ছিলো। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখালেখি মূলত বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরেই শুরু হয়। এদেশের প্রধান প্রধান সাহিত্যিকগণ তাঁর মৃত্যুর পরে এই লেখনীর ধারা সূচনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), শওকত ওসমান (১০১৭-১৯৯৮), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২), রাহাত খান (১৯৪০-২০২০), শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬), সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), কবি আবুল হোসেন (১৯২২-২০১৪), অন্নদাশংকর রায় (১৯০৪-২০০২), আসাদ চৌধুরী (১৯৪৩–), আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩৪-২০০১), হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪), মযহারুল ইসলাম (১৯২৩-২০১২), আবুবকর সিদ্দিক (১৯৩৬–), ইমদাদুল হক মিলন (১৯৫৫–), নির্মলেন্দু গুণ (১৯৪৫–), পান্না কায়সার (১৯৫০–২০২৩), কামাল চৌধুরী (১৯৫৭–) প্রমুখ। বর্তমানে এই লেখনী কেবল কবি-সাহিত্যিকগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই সমাজের সর্বস্তরের শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা এক পরম গৌরবের বিষয় হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। ২০২০ সালে প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর শিরোনামে এবং লেখক নামেও এর প্রমাণ রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন। এম. আবদুল আলীম
বঙ্গবন্ধু ও সোহরাওয়ার্দী। আজরিন আফরিন
জাতি রাষ্ট্রের জনক বঙ্গবন্ধু। আনু মাহমুদ
বঙ্গবন্ধু ও যুক্তফ্রন্ট সরকার। আনোয়ার আহমেদ
বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিব যার নামে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিলো। প্রকৌশলী আনোয়ার হেসেন
বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ। আবদুল্লাহ আল মোহন

বাঙালি জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান। আবুল হাসান
বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা। এম. এ. হান্নান
বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের রিপোর্ট। কানাই চক্রবর্তী
বঙ্গবন্ধু ও বাঙালির ইতিহাস। কুমকুম কবির
বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ। তোফায়েল আহমেদ
বঙ্গবন্ধু ও সাত বীরশ্রেষ্ঠ কথা। নূর মোহাম্মদ সিরাজী
বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ। নূরে কাওসার তালুকদার অনুপা
মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলা একাডেমি। পিয়াস মজিদ
বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ। মহসীন চৌধুরী
৬ দফা : স্বাধীনতার অভিযাত্রায় বঙ্গবন্ধু। মুনতাসীর মামুন
বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি জাতি রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। মো. নুর নবী
বঙ্গবন্ধু সংগ্রাম ও স্বাধীনতা। প্রফেসর মো. মোজাম্মেল হক
ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকার ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা সংগ্রাম। মোহাম্মদ আনোয়ার খান
বাংলাদেশর স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মোহাম্মদ আবদুর রশীদ
বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ। রেজাউল করিম
বঙ্গবন্ধু ও অসহযোগ আন্দোলন। রেজিনা বেগম
বঙ্গবন্ধু ও আগরতলা মামলা। সুমী আক্তার
বাঙালির আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত ও বঙ্গবন্ধু। শফিক আফতাব
মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ঘোষণা। সৈয়দ মোজাম্মেল হক মিলন
জাতির পিতা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। হাফিজ রশিদ খান
বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ। ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন
বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা বঙ্গকন্যা। ড. এম. এ. মান্নান। ইত্যাদি

ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব যেমন ছিলো পরোক্ষ নেতৃত্বও গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। 'ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা' বিষয়ে নানা তথ্য প্রমাণসহ অসংখ্য গ্রন্থ ইতঃপূর্বে রচিত হয়েছে। এসব গ্রন্থে প্রমাণিত হয়েছে বাংলা ভাষার জন্য বঙ্গবন্ধু নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। আন্দোলনের সময় জেলে থেকেও তিনি বার বার ফুঁসে উঠেছেন। জেলে থেকে কখনো পরিকল্পনা করেছেন, কখনো অনশন করেছেন। বঙ্গবন্ধু সে সময়ে বিরাজমান অবস্থা, প্রেক্ষাপট, আর্থসামাজিক বাস্তবতার সামগ্রিকতায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বাঙালির জাতীয়তাবাদের খাতে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনা ও সুস্পষ্ট ভূমিকায় এই ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ একটি সুদৃঢ় ভিত্তি পায়। ২০২০ সালে রচিত 'বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন' বিষয়ক গ্রন্থগুলোতেও বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ও অবদান স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।

২০২০ সালে রচিত মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু কেন্দ্রিক গ্রন্থগুলো বঙ্গবন্ধুর নানামাত্রিক রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার কথায় ভরপুর। ১৯৭১ সালে বিজয় অর্জনসহ তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামের নানা উত্থান-পতনের কথায় এই পর্বের গ্রন্থগুলো নানাদিক থেকে মর্যাদাবান।

৩

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি, প্রশাসনিকনীতি, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, অর্থনৈতিক দক্ষতা, সমবায়, শিক্ষা, নারী উন্নয়ন ভাবনা নিয়ে ২০২০ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সুষম সমাজব্যবস্থার ভাবাদর্শে তিনি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের মহত্তম অর্জন। উদার গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী, অসাম্প্রদায়িক ও সমাজবাদী আন্দোলন–সংগ্রামে তিনি বাঙালির অসাধারণ মুক্তিনায়কে পরিণত হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু জীবনব্যাপী রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতির নানা পর্যায়ে বহুবিধ নীতি ও আদর্শ গ্রহণ করে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এক সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চিন্তাধারাকে সমাজ রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন, বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের ভাবধারায় নির্মাণ এবং সুখী ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ সৃজনের সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের পথে ২০২০ সালে রচিত হয়েছে অনেক গ্রন্থ। নিম্নে ২০২০ সালে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি, প্রশাসনিকনীতি, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, অর্থনৈতিক দক্ষতা, সমবায়, শিক্ষা, নারী উন্নয়ন ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থের শিরোনাম তুলে ধরা হলো–

বঙ্গবন্ধুর নারী উন্নয়ন ভাবনা। আফসানা ইসলাম
বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি। এস. এম. তানভীর আহমদ
বঙ্গবন্ধুর অর্থনীতি। জীবন ইসলাম
রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু। জুলফিকার নিউটন
রাজনীতির মহাকবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তপন দেবনাথ
বাঙালির জাগরণ ও উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সুযোগ্য কন্যা। নারগিস বেগম মোস্তফা
রাজনীতিতে হাতেখড়ি ও কলকাতায় শেখ মুজিব। নূহ–উল আলম লেলিন
বঙ্গবন্ধুর পরমত সহিষ্ণুতা। প্রফেসর নৌশাদ কামাল
বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা। মিঠুন সাহা
বঙ্গবন্ধুর সমাজতান্ত্রিক ভাবনা। মীর মোশারফ হোসেন
বঙ্গবন্ধু ও মুসলিম বিশ্ব। মামুনুর রশীদ
বঙ্গবন্ধুর মানবাধিকার দর্শন। মুনিরা জাহান সুমি
বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধী। রেহানা পারভীন
বঙ্গবন্ধুর চিঠিপত্র। সত্যজিত রায় মজুমদার
বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা। সমীর কুমার বিশ্বাস
বিশ্বশান্তি জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু। সুভাষ দে
বাংলাদেশের রাজনীতি বঙ্গবন্ধুর সময়কাল। হালিম দাদ খান
বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা। মো. জাকির হোসেন
বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের উন্নয়ন ভাবনা ও আমাদের কূটনীতি। ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন
টেকসই উন্নয়নের পথে অভিযাত্রা বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা। ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন; ইত্যাদি।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলোতে বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি, প্রশাসনিকনীতি, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, অর্থনৈতিক দক্ষতা, সমবায়-দর্শন, শিক্ষা–দর্শন, নারী উন্নয়ন ভাবনা অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি ছিলো আত্মমর্যাদার, সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর। এছাড়াও তিনি জোটনিরপেক্ষনীতি, আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিকরণের কুটনীতিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ভাবনায় তাঁর পররাষ্ট্রনীতি আবর্তিত হয়েছে। ২০২০ সালে

রচিত গ্রন্থগুলোতে তাঁর সমুন্নত ভাবনার পররাষ্ট্রনীতির বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে যেসব প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেগুলোই আজকের প্রশাসন ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করেছে। তাঁর প্রশাসনিক দূরদর্শিতার বিস্তারিত বৃত্তান্ত নিয়ে ২০২০ সালে নানামাত্রিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তিনি সত্যিকার অর্থে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়নে সমবায়কেই একমাত্র উপায় হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। এই বছর তাঁর সমবায় দর্শন নিয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন ছিলো উন্নত জাতিবোধের এবং গৌরবের। তাঁর শিক্ষাভাবনায় অন্তর্ভুক্ত ছিলো বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা। এই বছর তাঁর শিক্ষা দর্শনের নানাদিক নিয়ে গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর সময়ে তিনি নারীদের জন্য জাতীয় সংসদে ১৫টি আসন সংরক্ষিত করেন এবং নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করেন। তারই ফলে আজকের বাংলাদেশে নারীর অগ্রগতি দৃশ্যমান। এই বছর তাঁর নারী উন্নয়ন ও অগ্রগতি ভাবনায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

৪

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, স্মৃতিচারণ ও মূল্যায়ন নিয়ে ২০২০ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ: বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড নিয়ে তৎকালীন সরকার নানা অপপ্রচার চালিয়েছে। সে কারণে সামরিক শাসনের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে তাৎক্ষণিকভাবে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের প্রকাশ্য প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া দেখা না গেলে আশির দশকে এসে প্রকাশ্যে এবং লেখনীর মাধ্যমে এর প্রতিবাদ অব্যাহত থাকে। সে থেকে এই হত্যাকাণ্ডের যতই রহস্য উদঘাটন হয়েছে ততই এর উপর নানামাত্রিক গ্রন্থ রচনা অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে স্মৃতিচারণ, তাঁর শাসনকাল ও স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ যাত্রাপথে তাঁর অবদান মূল্যায়ন করে রচিত হতে থাকে নানামাত্রিক গ্রন্থ। ১৯৭৫ থেকে ২০২০ পর্যন্ত উক্ত বিষয়গুলোকে উপজীব্য করে অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তবে কেবল ২০২০ সালে প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থের নমুনা নিম্নরূপ–

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড নিয়ে গ্রন্থ

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড মার্কিন দলিল থেকে। আনু মাহমুদ
বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড। আবদুর বাছির
১৫ আগস্ট ট্র্যাজেডি। আসলাম সানী
বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার। জাকিয়া সুলতানা
রক্তাক্ত সিঁড়ি। মইন উদ্দিন (সম্পাদিত)

স্মৃতিচারণমূলক ও মূল্যায়নধর্মীগ্রন্থ

বঙ্গবন্ধু : অন্নদাশংকর রায়ের স্মৃতি অনুধ্যানে। আবুল হাসান চৌধুরী
আমার দেখা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ড. আব্দুল মান্নান
লাহোর টু গোপালগঞ্জ। আহমেদ রিয়াজ
বঙ্গবন্ধু, তরুণ প্রজন্মের চোখে। চৌধুরী শহীদ কাদের
বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ডিসকোর্স বিশ্লেষণ। মিথুন ব্যানার্জী
মুক্তি তথ্য প্রমাণ প্রেক্ষাপট : বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতার ঘোষক। মুহম্মদ শামসুল হক
চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সঙ্গীরা। মুহম্মদ শামসুল হক
বঙ্গবন্ধু : শতবর্ষে ফিরে দেখা। শরীফ আতিক-উজ-জামান, শংকর মল্লিক (সম্পাদিত)

সাধক কবিদের রচনায় বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনীতি। সাইমন জাকারিয়া
চেতনায় চিরঞ্জীব শেখ মুজিবুর রহমান। সেঁজুতি রহমান

৫

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ২০২০ সালে আলোকচিত্র, দলিলপত্র জাতীয় গ্রন্থ: উক্ত শিরোনামগুলোতে বঙ্গবন্ধুর নিজের লেখা, তাঁর প্রদত্ত ভাষণ অন্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁকে নিয়ে সরকারী দলিলপত্র, বিবৃতি প্রামাণ্য বক্তব্য ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করে যাচ্ছেন আমাদের অনুসন্ধানী লেখকগণ। এই বিষয়ে পূর্বেও বহুগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তবে কেবল ২০২০ সালে নতুনরূপে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো প্রকাশের খবর রয়েছে।
বঙ্গবন্ধু ও চলৎচ্চিত্র। অনুপম হায়াৎ
দিনলিপি : বঙ্গবন্ধুর শাসন সময়। অধ্যাপক ড. আবু সাইয়িদ
আইনসভায় বঙ্গবন্ধু। আসাদুজ্জামান সম্রাট (সম্পাদিত)
বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ। আহম্মেদ শরীফ
ভাষণসমগ্র। ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন
কলকাতায় বঙ্গবন্ধু। এস.এম. সরওয়ার মোর্শেদ
বঙ্গবন্ধুর বিখ্যাত ভাষণ। কামরুজ্জামান লিটন (সম্পাদিত)
বঙ্গবন্ধুর গণপরিষদ সংবিধান। ড. জালাল ফিরোজ
বঙ্গবন্ধুর ভাষণসমগ্র। তারেক হাসান
রেসকোর্স থেকে ইউনেস্কো। তোফায়েল আহমেদ, দিন ইসলাম রুবেল (সম্পাদিত)
তর্জনীর গর্জন। বদরুল বোরহান
মুক্তির মহানায়ক। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
আত্মস্মৃতি ১৯৭৫ : সেই অন্ধকার সেই বিভীষিকা। মহাদেব সাহা
বঙ্গবন্ধুর বাণী। ড. মাজেদুল ইসলাম
সাংবাদিকদের মুখোমুখি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মোশারফ হোসেন
শতবর্ষে বঙ্গবন্ধুর শতভাষণ। মোনায়েম সরকার (সম্পাদিত)
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ। মোস্তাক আহমাদ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অমর বাণী। মোস্তাক আহমাদ
আমার দেখা নয়াচীন। শেখ মুজিবুর রহমান

উপসংহার

১৯৭৫ থেকে ২০২০ পর্যন্ত সময় পর্যালেচনায় দেখা যায় যে, প্রথমদিকে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গ্রন্থ রচনার পরিমাণ এবং গবেষক, লেখক ও পাঠকদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আগ্রহ অনেক কম ছিলো। এর প্রধান কারণ কেবল সামরিক শাসন নয়; বরং ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার নানা অপতৎপরতা। তারপর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে ১৯৯৬ থেকে ২০০০ পর্যন্ত এই আগ্রহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। এরপর ২০০১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে গ্রন্থ রচনার ধারা নামে মাত্র সচল ছিলো। মূলত, ২০০৮ সালে পুনরায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গ্রন্থ রচনার জোয়ার সৃষ্টি হয়। এই জোয়ায়ে আরও গতি আসে ২০১২ সালে বঙ্গবন্ধুর নিজের লিখিত আত্মজীবনী 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' নামে শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রকাশের পর। এই জোয়ারে তীব্র গতি আসে তাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপনের খবরে। ২০২০ সাল তাঁর জন্মশতবর্ষের লগ্নে বাংলাদেশের

সুবর্ণজয়ন্তী পালনের ঘোষণাও যুক্ত হলো। আমাদের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, ২০২০ সালের করোনা পরিস্থিতিতেও বঙ্গবন্ধুপ্রেমী লেখকগণ থেমে থাকেননি। এই একটি বছরেই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নানা মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। নতুন নতুন শিরোনামে বঙ্গবন্ধুকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে জাতির জনকের প্রতি সর্বস্তরের জনতার সম্মান প্রদর্শন করেছেন। বঙ্গবন্ধু আজ কেবল বাঙালির হৃদয়ে নন; বাংলা ভাষার গ্রন্থবুননেও অমর হয়ে আছেন। আমরা আরও দেখেছি যে, একটি দেশের একজন নেতার উপর একটি বছরে এত অধিক সংখ্যক বই প্রকাশের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। আমাদের উল্লিখিত তালিকা তাঁকে নিয়ে ২০২০ সালের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের রেকর্ডকৃত নমুনামাত্র। সরেজমিনে আরও অনুসন্ধান চালালে এর সংখ্যা আরও বেশি হবে। আমি কেবল প্রবন্ধ প্রয়োজনে যেসব গ্রন্থের নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি তাদেরকে উল্লেখ করে গেছি। এর বাইরেও তাঁকে নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ–প্রকাশনা ২০২০ সালে হয়েছে এবং তা বিভিন্ন উৎসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এরপর আর অনুসন্ধান হোক বা না হোক স্পষ্টভাবে বলা যায়, ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধু নিয়ে রচিত ও প্রকাশিত বাংলাগ্রন্থ অন্য সকল বছরের তুলনায় বেশি এবং তা কেবল মুজিব শতবর্ষ সফলভাবে সম্পন্নের কারণে সম্ভব হয়েছে। জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

তথ্যসূত্র

ক. ২০২০ সালে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা সংগ্রহে ব্যবহৃত উৎস

১. জাতীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা।
২. বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
৩. বাংলাদেশ প্রেস ইনিস্টিউট, ঢাকা।
৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা।
৫. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।
৬. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর লাইব্রেরি, ঢাকা।
৭. বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।
৮. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম।
৯. চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম।
১০. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশ লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম।
১১. ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা।

খ. সহায়ক গ্রন্থ তালিকা

রহমান, শেখ মুজিবুর। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ– ২০১২।

রহমান, শেখ মুজিবুর। *আমার দেখা নয়াচীন*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি–২০২০, পরিমার্জিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

ভাষণসমগ্র ১৯৫৫-১৯৭৫ শেখ মুজিবুর রহমান, এ কে আব্দুল মোমেন(সম্পা.), চারুলিপি, ঢাকা, ২০২০।

শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ, মিনার মনসুর ও দিলওয়ার চৌধুরী (সম্পা.), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৯, পরিমার্জিত প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

মজিদ, পিয়াস। *মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলা একাডেমি*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

সরকার, দিব্যদুতি। *বঙ্গবন্ধুর কারা জীবন*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি–২০২০।

কিবরিয়া, শাহজাহান। *জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ– ১৯৭৪, পরিমার্জিত প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

হক, সৈয়দ শামসুল। *বঙ্গবন্ধুর বীরগাথা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ– ১৯৭৯, পরিমার্জিত প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

হায়াৎ, অনুপম। *বঙ্গবন্ধু ও চলৎচ্চিত্র*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি–২০২০।

লেলিন, নূহ–উল– আলম । *রাজনীতিতে হাতে খড়ি ও কলকাতায় শেখ মুজিব*।
বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি–২০২০।

দাশগুপ্ত, অজয়। *বঙ্গবন্ধুর আন্দোলন কৌশল ও হরতাল*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি–২০২০।

বিশ্বাস, মিল্টন। *উপন্যাসে বঙ্গবন্ধু*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি–২০২০।

বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত ছড়া, সম্পাদক হাবিবুল্লাহ সিরাজী এবং তপন বাগচী (সম্পা.), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি–২০২০।

বড়ুয়া, সুব্রত। *বঙ্গবন্ধুর জীবনকথা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪, পরিমার্জিত প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

হক, কামরুল। *বঙ্গবন্ধু ও সংবাদপত্র ছয় দফা থেকে গণঅভ্যুত্থান*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি–২০২০।

বেগম, নাছিমা। *রেণু থেকে বঙ্গমাতা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি–২০২০।

শেখর, সৌমিত্র। *বঙ্গবন্ধু আদর্শের সুবর্ণরেখা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, আগস্ট–২০২১।

আলীম, এম আবদুল। *বঙ্গবন্ধু ও ভাষা–আন্দোলন*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি–২০২০।

জাকারিয়া, সাইমন। *সাধক কবিদের রচনায় বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনীতি*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি–২০২০।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ, শামসুজ্জামান খান এবং মোবারক হোসেন (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি–২০১৮, পরিমার্জিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

রশিদ,হারুন–অর। *৭ই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব–ঐতিহ্য সম্পদ বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি–২০১৮, পরিমার্জিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

হোসেন, আবু মো. দেলোয়ার। *বঙ্গবন্ধু–বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি–২০১৪, পরিমার্জিত সংস্করণ– ২০২১।

বিশ্বাস, সমীর কুমার। *বঙ্গবন্ধুর সমবায়–ভাবনা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০২০।

রহমান, মুর্শিদা বিন্‌তে। *স্বাধীনতার পথে বঙ্গবন্ধু পরিপ্রেক্ষিত ১৯৭০ এর নির্বাচন*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০২০।